অনুতপ্ত অশ্রু

বই :	অনুতপ্ত অশ্রু
মূল :	শাইখ খালিদ আর-রাশিদ
অনুবাদ :	আহমাদ আব্দুল্লাহ
সম্পাদনা :	হাসান মাহমুদ
তাহকিক ও তাখরিজ :	আহমাদ ইউসুফ শরীফ

অনুতপ্ত অশ্রু

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

শব্দতরঙ্গ
শব্দের বুননে চেতনার উন্মেষ

অনুতপ্ত অশ্রু

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত

প্রকাশক
ইবনে মুশাররফ

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪১ হিজরি / অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - ruhamashop.com
Sijdah.com - wafilife.com
islamiboi.net - pothikshop.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই
শব্দতরু কম্পোজিং এন্ড প্রিন্টিং
+৮৮ ০১৮৬৬ ০৫১১৪০

মূল্য : ২৬০ ৳

শব্দতরু
শব্দের বুননে চেতনার উন্মেষ

৪৫ কম্পিউটার মার্কেট, ৩য় তলা, দোকান নং ৩০৯,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৬৬ ০৫১১৪০

Onutopto Osru by Shaykh Khalid ar-Rashid,
Published by Shobdotoru
shobdotoru@gmail.com
www.facebook.com/shobdotoru.bd

সূচিপত্র

খালিদ আর-রাশিদ : উম্মাহর মুখপাত্র ০৭
গুনাহে নিমজ্জিত লোকদের অবস্থা ১১
বিপথগামীদের অবস্থা ১৫
বিপথগামী নারীদের অবস্থা ৫৭
গুনাহে ডুবন্ত নারীদের অবস্থা ৫৮
লজ্জা ও অপমান ৬১
শিক্ষণীয় সংযুক্তি : একটি সংস্থার ভাষ্য ৬১
মুসলিম হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা কাফের ৬৪
শিক্ষণীয় সংযুক্তি : এক বিপথগামী নারীর মুক্তির ঘটনা ৬৮
হায়! সে তো তার পরিবারের সম্মান নষ্ট করেছে ৭১
শিক্ষণীয় সংযুক্তি : বিনিময় হলো জান্নাত ৭৬
তারা যুবকদের হাতের পুতুল; বরং বলা যায় তারা নেকড়ের আহার ৮০
শিক্ষণীয় সংযুক্তি : তোমার প্রতি খোলা চিঠি ৮৫
শিরোনামহীন ৯১
শিক্ষণীয় সংযুক্তি : আশাবাদীরা ৯৬
পরিশিষ্ট ১০১
এই উম্মতের মাঝে এখনো কল্যাণ বাকি আছে ১০১
মৃত্যু ১০৬
পরিশিষ্ট ১৪৩
যদি তোমার হৃদয় থাকে ১৪৩
আন্তরিক তাওবা ১৪৬
মিথ্যে তাওবা ১৪৯
জিহাদের কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়া তিন ব্যক্তির ঘটনা ১৫৬

যে আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করে ১৬৯
আমি ফাতিনাহ নই, আমি জালিমাহ! ১৭৫
হে জ্ঞানীরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো ১৮৭

খালিদ আর-রাশিদ:

উম্মাহর মুখপাত্র

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ। একটি নাম। একটি ইতিহাস। একটি আদর্শ। একটি বিপ্লব। কথার জাদুকর। একটি উম্মাহ। হৃদয়ের সাথে যবানের এমন যুগপৎ মেলবন্ধন যার মধ্যে বিস্ময়কেও যেন বিস্মিত করেছে। উম্মাহর দহন-যন্ত্রণা যার মাঝে প্রতিফলিত হয় দারুণভাবে। হৃদয়খানি কতটা প্রশস্ত আর উর্বর হলে যবান এতটা তেজস্বী হয়, বিগলিত হয়! আত্মা কতটা পরিশুদ্ধ হলে তাকওয়ার বয়ান এতটা হৃদয়গ্রাহী হয়! ইলম, তাকওয়া, তাযকিয়া, জিহাদ—সর্বত্র তাঁর ভাবনা-চিন্তার পরিপক্ক দিকনির্দেশনা পরিব্যাপ্ত। ঘুমিয়ে পড়া উম্মাহর ঝিমিয়ে পড়া চেতনায় প্রেরণার বাতিঘর হিসেবেই যেন তাঁর আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

তবে, এ গুণী মানুষটির জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে দীন-ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে অমনোযোগিতায়। উদাসীনতায়। দীনের পথে তাঁর প্রত্যাবর্তনটা কিভাবে হয়? চলুন, তাঁর যবানিতেই শুনে আসি। 'আমার বয়স তখনও ত্রিশ পেরোয়নি। আমার স্ত্রী তখন সন্তানসম্ভবা। আড্ডাবাজি, পরনিন্দা আর দোষচর্চায় আমার সময় কাটতো। কারো কণ্ঠ আর অঙ্গভঙ্গি নকল করে ভর মজমায় তার দোষচর্চা করাটা আমার কাছে শিল্পের মতো মনে হতো। দীনের সাথে আমার ন্যূনতম সম্পর্ক ছিল না। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় কাটতো আমার সময়। রাত করে ফিরতাম ঘরে। এরইমধ্যে একদিন শুনি আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে সে। নিবিড় পরিচর্যায় রাখা হয়েছে তাকে। সংবাদ শুনে আমি ছুটে যাই সেখানে। আমার এখনও মনে আছে, সে রাতেও আমি বন্ধুদের সাথে আড্ডাবাজিতে মত্ত ছিলাম। একসময় খবর পাই আমার ছেলে হয়েছে। খুশি হই, তবে স্বাভাবিক অনুভূতির মাত্রা পেরোয়নি—যেমনটা প্রথমবার বাবা হলে হওয়ার কথা। তার নাম রাখা হয় সালিম। একটু হাঁটতে শুরু করলেই বুঝতে পারি ছেলেটি আমার প্রতিবন্ধী। আমার মনে আছে, একবার আমি এলাকার এক ব্যক্তির দোষচর্চা করতে গিয়ে ভর মজমায় তার খুঁড়িয়ে হাঁটার ভঙ্গি নকল করে তাকে ব্যঙ্গ করি। সে তখন মনোকষ্টে বদ দুআ করে, আমার যেন প্রতিবন্ধী সন্তান হয়। সালিমের এ অবস্থায় আমার সে বদ দুআর কথা স্মরণ হয়। তবে পরক্ষণেই তা ভুলে যাই। এরপর থেকে তার প্রতি আমার আগ্রহ শূন্যে নেমে আসে। সময় আপন

গতিতে আগায়। এসময়ে আমি আরো দুই ছেলের বাবা হই। আমার ব্যক্তিজীবন আগের গতিতেই চলতে থাকে। পরিবারের প্রতি দায়িত্বহীনতা ও সন্তানদের প্রতি রসবোধ আর মমতার সামান্যই আমার মধ্যে ছিল। বিশেষ করে সালিমের কোন খোঁজ-খবরই আমি নিতাম না। অন্য দুটোর পড়াশোনার খোঁজ-খবর মাঝেমধ্যে নিলেও, তার ব্যাপারে ছিলাম নির্বিকার, নিরাগ্রহী। তাকে আমার পরিবারের সদস্যই মনে হত না। আমার অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক ছিল। আমার ইমানের ধিকিধিকি নূর আমার হৃদয়ের আঁধারকে আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট তেজস্বী ছিল না। এদিকে আমার স্ত্রীর দুআ অব্যাহত ছিল। মহিয়সী এই নারী আমার হেদায়াতের জন্য দু হাত তুলে অঝোরে অশ্রু ঝরাতো। তার দরদী কান্নাই হয়তো আল্লাহ ভালোবেসেছিলেন। একদিনের ঘটনা। আমি বাড়ি ফিরে দরোজায় টোকা দিই। এটা আমার নিত্যদিনের স্বভাব। আর তখন ছোট দু ছেলের একটা দরোজা খুলে দেয়। বড়টি কখনোই সামনে আসে না। আমি অপছন্দ করি বিধায় তার মা তাকে আড়ালেই রাখে। তবে, সেদিন দরোজা খুললে দেখি সালিম দাঁড়ানো। আমি নিস্পৃহভাবে আমার রুমের দিকে হাঁটা দিই। পেছন থেকে কান্নার শব্দ শুনে ফিরে দেখি সালিম নিঃশব্দে কাঁদছে। তার কান্না কেন যেন আমার হৃদয়ে ঝাঁকুনি দেয়। আমি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করি। সে বলে, 'বাবা, আজ জুমআর দিন। খুতবার সময় ঘনিয়ে আসছে; কিন্তু ওদের একজনও এখনও ঘরে ফিরেনি! আমি কার সাথে নামাজ আদায় করতে যাবো?' এটুকু বলে সে শব্দ করে কেঁদে ওঠে। আমি তার কথা শুনে বিস্ময়াভিভূত হই। তার জড়ানো কথাগুলো আমার হৃদয়ে ঝড় বইয়ে দেয়। ভেতরের ভালো মানসিকতা যেন জেগে ওঠে। ভাবি, এইটুকুন বাচ্চা! শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নামাজের জন্য, মসজিদের জন্য এতটা ব্যাকুল?! আর আমি..? আমি তাৎক্ষণিকভাবেই তাকে এ বলে সান্ত্বনা দিই, বাবা! আমিই তোমাকে মসজিদে নিয়ে যাব! ঠিক আছে? আমার কথা শুনে সে বারবার আমার দিকে তাকাতে থাকে। কোনভাবেই যে মিলছে না আমার স্বভাবের সাথে এটা! যে বাবা তার সাথে কথা বলা দূরে থাক, তার ছায়াও মাড়ায় না; তার এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য হয় কী করে? তবে আমার দৃঢ়তায় সে আশ্বস্ত হয়। মসজিদে নামাজ শেষে সে জায়গা না ছেড়ে বসে থাকে। মসজিদ যখন প্রায় ফাঁকা হয়, তখন সে তাকে একটি কুরআন শরীফ এনে দিতে বলে। আমি ভাবি, সে তো ঠিকমতো কথাই বলতে পারে না, তার ওপর সে অন্ধ—কুরআন শরীফ কিভাবে শিখলো? আমি

তো তাকে কোন মকতবেও ভর্তি করিনি! সে বলে, আমি যেন 'সূরা কাহাফ' খুলে দিই। আমি সেই ছোটবেলা পড়েছি একটু আধটু। সূচী দেখে অনেক ঘেঁটেঘুঁটে 'সুরা কাহাফ' বের করে তার সামনে রেহালে রাখি। ভাবি, সে তো অন্ধ! কিন্তু একি? আমার ছেলে সুরাটি মুখস্থ তেলাওয়াত করে শেষ করে!! আমার মনে শিলপাটার ঠকঠকানি শুরু হয় যেন! আমি কুরআন শরীফটি হাতে নিই। আমার পুরো শরীর কাঁপছে। আমি তেলাওয়াত করতে শুরু করি। আমার হৃদয়টা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। হাত তুলে আল্লাহর দরবারে নিজের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চাই। তাওবা করি। কোনভাবেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি। মসজিদে তখনও কিছু মুসল্লি বিদ্যমান। পাছে তারা শুনে ফেলেন এ জন্য দাঁতে দাঁত চেপে কান্না রোধ করার চেষ্টা করি। তবে কান্না যেন হেঁচকির রূপ ধারণ করে। সালিম আমার চোখ মুছে দেয়। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে নেই। আহ, সালিম অন্ধ তুমি নও; আমিই বরং অন্ধ। আমি চোখ থাকতেও অন্ধ। কারণ, আমি দীনের পথ ছেড়ে জাহান্নামের পথে হেঁটেছি। অসৎ লোকদের দলে ভিড়েছি, সৎ সঙ্গ ছেড়েছি। আমরা বাড়ি ফিরি।

আমার স্ত্রী আমার এ পরিবর্তনে যারপরনাই আনন্দিত হয়। আর সে দিন থেকে মসজিদে জামাত ছাড়া আমি নামাজ আদায় করি নি। পূর্বের খারাপ বন্ধুদের পরিবর্তে কিছু ভালো লোকের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। যাদের সাথে আমার পরিচয় হয় মসজিদের ইলমি পাঠচক্রে। আমি এখানে, এই হালাকাগুলোতে ইমানের স্বাদ লাভ করি। তেলাওয়াতের স্বর্গীয় স্বাদ লাভ করি। যিকিরের তৃপ্তিতে আত্মা প্রশান্ত করি।'

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ যাঁদের কাছে ইলম অর্জন করেন তাদের মধ্যে আছেন, শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ. শাইখ আব্দুল্লাহ বিন জিবরিন রহ. শাইখ আব্দুর রহমান আর বাররাক রহ. শাইখ আব্দুল্লাহ সাদ রহ.।

দাওয়াতি কার্যক্রম:

শাইখ নানারকম ইলমি ও দাওয়াতি হালাকা পরিচালনা করতেন। সৌদি আরবের একাধিক শহরে এসব পাঠচক্র শাইখের তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠতো। এ ছাড়াও সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে শাইখ নানামুখি দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশ নিতেন। তাঁর হৃদয়ছোঁয়া বয়ানে বহু যুবক পথের দিশা পেয়েছে।

শাইখের লেকচারগুলো ইলম, আমল, তাযকিয়ার সিঞ্চিত মুক্তো যেন! মজলুম মুসলিমদের পক্ষে জিহাদের ঝাণ্ডা নিয়ে নানা প্রান্তে কিতালরত মুজাহিদদের নির্ভীকভাবে সাপোর্ট দিয়ে গেছেন শাইখ খালিদ আর-রাশিদ। তবে তাঁর পৃথিবী কাঁপানো ভাষণ 'ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ' 'হে মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মত'! ও 'রাআইতুন নাবিয়্যা ইয়াবকী' 'আমি নবীজীকে কাঁদতে দেখেছি'।

ডেনমার্ক যখন রাসুল ﷺ এর ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রচার করে, তখন শাইখ এ ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে হৃদয়ছোঁয়া, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। সর্বস্তরের মুসলিমদের ডেনমার্ক ও তাদের সমর্থনকারী দেশের পণ্য বয়কটের উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশেষ করে সৌদি আরবের শাসকদের আহ্বান করেন, যেন অনতিবিলম্বে ডেনমার্কের দূতাবাস বন্ধ করে তাদের সাথে সবরকম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। তাঁর এ ভাষণের পর হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা রাজধানী রিয়াদ অভিমুখে যাত্রা করেন। এর মাসখানেকের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর প্রথমে পাঁচ বছর পরে বৃদ্ধি করে পনেরো বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। সৌদি রাজতন্ত্রের ইসলামি সাইনবোর্ডের ভেতরের কদাকার তাগুতি চরিত্রের স্বরূপ বোঝার জন্য শুধু শাইখ খালিদ আর-রাশিদের অন্যায়ভাবে কারাভোগের ঘটনাই যথেষ্ট।

২০০৫ সালে শাইখ বন্দী হন। বন্দী জীবনের প্রথম পাঁচ বছর পরিবারের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর নানান কিসিমের অবর্ণনীয় শাস্তি তো আছেই।

আল্লাহ তাআলা শাইখের মুক্তিকে তরান্বিত করুন। তাঁর নানামুখী কর্মময় জীবন বর্ণিল রূপে উম্মাহর পথচলাকে রঙিন করুক এ আশাবাদ ব্যক্ত করি।

গুনাহে নিমজ্জিত লোকদের অবস্থা

এই আলোচনাটি নদী বা সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষদের নিয়ে নয়। নদী ও সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষগুলো যদি নেককার হয়ে থাকে, তাহলে মহান ও ক্ষমাশীল আল্লাহর ইচ্ছায় তারা শহীদের মর্যাদা পাবে। আমাদের আজকের আলোচনা হলো গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের নিয়ে—যারা প্রবৃত্তির তাড়না ও হারাম মজায় ডুবে আছে।

তারা এমনভাবে হারাম মজা উপভোগে ডুবে আছে, যেন তারা এই দুনিয়ায় চিরজীবন বেঁচে থাকবে। তারা ভুলে গেছে যে, এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং এটা হলো পরীক্ষার স্থান। এরপরে রয়েছে হিসাব ও প্রতিদান; এবং আমাদেরকে বিশ্বজগতের স্রষ্টার সামনে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে আসমান ও জমিনের প্রবল প্রতাপশালী স্রষ্টার সামনে—যার ভয়াবহতার কারণে শিশুরা বৃদ্ধে পরিণত হবে।

নিশ্চয় এটা ওই সকল বিভ্রান্ত লোকের প্রতি একটি সতর্কবার্তা, যারা নিজেদের চেহারার ওপর ধ্বংস ও হতভাগ্যের নিদর্শন এঁকে দিয়েছে। কারণ, তারা পাপ আর অবাধ্যতায় নিমজ্জিত। যেই পাপ ও অবাধ্যতা তাদের অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের বিবেচনাবোধ সংকীর্ণ করে দিয়েছে। তাদের থেকে নিয়ামত দূর করে দিয়েছে এবং আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত করেছে।

সাঈদ বিন মুসাইয়াব রাযি. বলেন, আল্লাহর অনুগত বান্দারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করে। আর আল্লাহর অবাধ্য বান্দারা নিজেরাই নিজেদেরকে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত করে।

এই লেখাটি ওই সকল লোকের প্রতি একটি সতর্কবার্তা—গুনাহ ও প্রবৃত্তির তাড়নায় ডুবে থাকা ব্যতীত যাদের জীবনের আর কোনো লক্ষ্য নেই।

তারা যার মধ্যে রয়েছে তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। তারা লাঞ্ছনা ও অবাধ্যতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। তুমি দেখবে, তারা নিজেদের গুনাহ ও অপরাধের বিষয়টি মানুষের কাছে প্রকাশ করে বেড়ায়।

তারা আল্লাহর আদেশ পালন করা থেকে বিমুখ থাকে। তাদের অনুভূতিতে রাসূল ﷺ-এর এই বাণী অনুপস্থিত,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ

‘আমার সকল উম্মতকেই ক্ষমা করা হবে; তাবে যারা গুনাহের বিষয় প্রকাশ করে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।’[১]

আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

‘আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে; কিন্তু তারা তা দিয়ে উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু রয়েছে; কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখে না। তাদের কর্ণ রয়েছে; কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারাই হলো পশুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হলো গাফিল বা উদাসীন।’ [২]

নিশ্চয় এরাই হলো ডুবন্ত লোক। তাদের কোনো অনুভূতি নেই। তারা এমন পথে চলে যার শুরু হলো লজ্জা ও অপমান; আর শেষটা হলো বিধ্বংসী জাহান্নাম। আমরা এ সকল লোকের অবস্থা শোনার পূর্বে ওই সকল লোকের উদ্দেশে কিছু কথা বলব—যারা মুক্তির নায়ে আরোহণ করেছে।

এসো আমরা ওই সকল ডুবন্ত লোকের সাহায্যে এগিয়ে যাই। কারণ, তারা একটি দয়ালু হৃদয়ের বড়ই মুখাপেক্ষী। রাসূল ﷺ বলেছেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ

‘দয়ালুদের প্রতি দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন।’[৩]

তারা একটু উত্তম কথার বড়ই মুখাপেক্ষী। আর উত্তম কথা হলো সদকাহ। যেমন হাদিসে এসেছে,

---

১. সহিহ বুখারী : ৬০৬৯; মুসলিম : ২৯৯০

২. সূরা আরাফ ৭ : ১৭৯

৩. সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৪১।

'اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ'

'উত্তম কথা হলো সদকাহ।'[৪]

তারা একটু আন্তরিক হাসির মুখাপেক্ষী। তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসিটিও সদকাহ। হাদিসে এসেছে,

'تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ'

'তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি সদকাহ।'[৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

'সুতরাং আল্লাহর পরম অনুগ্রহ যে তুমি তাদের ওপর দয়ার্দ্র রয়েছ; যদি তুমি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে অবশ্যই তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। সুতরাং তাদের দোষ ক্ষমা করো এবং আল্লাহর কাছে তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাও আর কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন (কোনো ব্যাপারে) সংকল্পবদ্ধ হও, তখন আল্লাহরই প্রতি ভরসা করো; নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে পছন্দ করেন।'[৬]

এবার আসুন আমরা গুনাহে ডুবন্ত লোকদের অবস্থা শুনি।

ডুবন্ত লোকদের অবস্থা হলো, তাদের রাত-দিন সমান। তারা মনে করে যে, তাদের সকল সুখ ও সফলতা হারাম স্বাদ উপভোগ করা, প্রবৃত্তির পূজায় ডুবে থাকা আর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর মাঝে নিহিত। আল্লাহ বলেন :

---

৪. সুনানে তিরমিজি।

৫. সুনানে তিরমিজি।

৬. সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

﴿اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

‘শয়তান এদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। জেনে রাখো, নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত।’[৭]

তারা ফজরের পূর্বে প্লেন ধরার জন্য, ভ্রমণ করার জন্য জাগ্রত হতে পারে; কিন্তু তারা ফজরের সালাতের জন্য জাগ্রত হতে পারে না। অথচ ফজরের সালাত আদায় না করা মুনাফিকের আলামত। তাদেরকে দেখবে খেলার সময় বলের পেছনে দীর্ঘ সময় ছুটছে, এতে তাদের কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু সালাত আদায় করার সময় তাদের শক্তি শেষ হয়ে যায়। দুর্বলতার কারণে তারা সালাত ছেড়ে দেয়। অথচ মসজিদ তাদের থেকে সামান্য কয়েক কদম দূরে মাত্র।

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে বলেন :

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾

‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়। তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে।’[৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ

‘তোমরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী আমলের ভার বহন করো। আর জেনে রাখো, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো সালাত।’[৯]

---

৭. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ১৯

৮. সূরা ফাতহ ৪৮ : ২৯

৯. সুনানে ইবনে মাজাহ।

তুমি যথাযথভাবে সালাতের ওপর আমল করে যতটা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে অন্য কোনোভাবে তা পারবে না।

জেনে রাখো, সালাতকে এ জন্য সালাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, যারা যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে, সালাত তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আর যারা সালাত তরক করবে, সালাতের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে; সালাত তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে।

সুতরাং তুমি কোন পথে চলতে চাও?

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আমার নিকট মাশাইখদের মধ্য থেকে কেউ একজন বর্ণনা করেছেন, পারস্যের কোন এক বাদশাহ এক শাইখকে বলেছিল—যে কিনা নাচ-গানের আসর জমাতো—'হে শাইখ! এটা যদি জান্নাতের পথ হয়, তাহলে জাহান্নামের পথ কোনটা?'

বিপথগামীদের অবস্থা

বিপথগামীদের অবস্থা হলো, তারা খেল-তামাশা ও গান-বাজনায় সময় নষ্ট করে। পুণ্যের কোনো কাজ করে না—এমনকি তারা পুণ্যের কাজ সম্পর্কে জানেও না।

গুনাহের প্রতিটি কাজের সাথে তারা পরিচিত। তারা গায়ক-গায়িকা ও নায়ক-নায়িকাদের নাম জানে। এমনকি তাদের আচার-আচরণ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস পর্যন্ত জানে। তারা তাদের সব খবর রাখে। এমনকি কখনো কখনো তারা তাদের স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধবদের নাম পর্যন্ত জানে।

কিন্তু আফসোস! তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সিরাত সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা কোনো সাহাবি সম্পর্কে জানে না। জানে না উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জীবন সম্পর্কে কিছুই।

তারা পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়ে এর পেছনে শত শত টাকা খরচ করে। কিন্তু তারা কুরআন পড়ে না। কুরআন পড়ার জন্য এক মুহূর্ত সময় তাদের হাতে নেই।

তারা গাড়িতে-বাড়িতে, উঠতে-বসতে গান শোনে, গানের কলি গুনগুন করে গায়। গানের তালে তালে শরীর দোলাতে থাকে; কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত শুনলে তাদের মন দুলে ওঠে না। আল্লাহ তাআলা শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

'তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর। তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর। তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।'[১০]

রাসূল ﷺ বলেন,

لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ إلى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عليهم بسارِحَةٍ لهمْ، يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الفقِيرَ لِحاجَةٍ فيَقولونَ : ارْجِعْ إلَيْنا غَدًا، فيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، ويَضَعُ العَلَمَ، ويَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وخَنازِيرَ إلى يَومِ القِيامَةِ

'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। তেমনি এমন অনেক দল হবে যারা পাহাড়ের ধারে বসবাস করবে। বিকাল বেলায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের নিকট কোনো অভাব নিয়ে ফকির এলে তারা বলবে, আগামী দিন সকালে তুমি আমাদের নিকট এসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেবেন। পর্বতটি ধসিয়ে দেবেন। আর বাকি লোকদেরকে তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে রাখবেন।'[১১]

---

১০. সূরা বনী ইসরাইল ১৭ : ৬৪

১১. সহিহ বুখারী : ৫৫৯০।

ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ রহ. স্বীয় গ্রন্থে আলেমগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

أَلا قُلْ لَهُمْ قَوْلَ عَبْدٍ نَصُوحٍ ... وَحَقُّ النَّصِيحَةِ أَنْ تُسْتَمَعْ

مَتَى عَلِمَ النَّاسُ فِي دِينِهِمْ ... بِأَنَّ الْغِنَا سُنَّةٌ تُتَّبَعْ

وَأَنْ يَأْكُلَ الْمَرْءُ أَكْلَ الْحِمَارِ ... وَيَرْقُصَ فِي الْجَمْعِ حَتَّى يَقَعْ

সাবধান! তুমি থেকো তাদের উপদেশদাতার ভূমিকায়, শোনার মতো হৃদয়গ্রাহী উপদেশমালায়।

মানুষ যখন তার দীন সম্পর্কে জানবে, গান যে শয়তানের আনুগত্য তা সে অবশ্যই বুঝবে।

মানুষের জন্য গাধার গোশত খাওয়া যেমন পাপ, তেমনি পাপ হলো গান-বাজনা ও তার আলাপ।

ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, ইরাক, সিরিয়াসহ প্রতিটি স্থানে মুসলমানের রক্ত ঝরছে আর তারা মেতে আছে গান-বাজনা নিয়ে। সকাল-সন্ধ্যা গান-বাজনা আর নাচ-গানে ডুবে থাকে। কবি আব্দুর রহমান আল আশমাওয়ি বলেন,

هَا هُوَ الْأَقْصَى يَلُوكَ جِرَاحُهُ *** وَالْمُسْلِمُوْنَ جُمُوعُهُمْ آحَادُ

دَمْعُ الْيَتَامَى فِـيْهِ شَاهِدُ ذِلَّةٍ *** وَسَوَادُ أَعْيُنِهِنَّ فِيْهِ حِدَادُ

يَا وَيْحَنَا مَاذَا أَصَابَ شَبَابُنَا *** أَوَ مَا لَنَا سَعْدُ وَلَا مِقْدَادُ

এই তো আকসা! তার ক্ষতগুলো গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, অথচ মুসলমান সকলে এক দেহের ন্যায়।

সেখানে এতিমদের রক্ত স্পষ্ট লাঞ্ছনার সাক্ষ্য বহন করছে। আর তাদের চোখের মলিন চাহনিতে শোকের কালো ছায়া নেমে আসছে।

হায়! অপমান আমাদের! আমাদের যুবকদের আজ কী হলো? আমাদের কি কোনো সাদ এবং কোনো মিকদাদ নেই?

মুজাহিদগণ ট্যাংক, কামান আর বোমার আওয়াজের মধ্যে রাত কাটায়; আর এরা গায়ক-গায়িকাদের গান শোনে ও নৃত্যশিল্পীদের নাচ দেখে রাত যাপন করে। এরা সর্বদা গুনাহে নিমজ্জিত থাকে। এদের অনুভূতি বলতে কিছুই নেই।

বিপথগামীদের অবস্থা হলো, তাদেরকে তুমি দেখবে—বাজারে বিভিন্ন আড্ডায় নিজেদের প্রকাশ করতে খুব ভালোবাসে। তারা সেখানে আড্ডাবাজি করে বিভিন্ন গল্প বলে বেড়ায়। মানুষের দৃষ্টি নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। আল্লাহ তাআলা এদের ব্যাপারে বলেন :

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾

‘আর যখন তুমি তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবে তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে। আর যদি তারা কথা বলে তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে। তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতোই। তারা মনে করে, প্রতিটি আওয়াজই তাদের বিরুদ্ধে। এরাই শত্রু, অতএব এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কিভাবে সত্য থেকে ফিরে যাচ্ছে।’[১২]

তাদের চিন্তা থাকে কিভাবে মুসলমানদের সম্মান নষ্ট করা যায়। সরলমনা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা যায়। এরা একবারও ভাবে না যে, বাড়িতে তাদেরও তো মা-বোন আছে। এরা বিপথগামী। এরা অনুভূতিশূন্য।

রাসূল ﷺ-এর নিকট এক যুবক এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যিনার অনুমতি দিন।’

মজলিসে উপস্থিত সকলে তখন রাগে উত্তপ্ত হয়ে গেল; কিন্তু রহমাতুল লিল আলামিন শাফিউল মুজরিমিন ﷺ অত্যন্ত দয়া ও কোমল কণ্ঠে যুবকটিকে বললেন, ‘তুমি নিকটবর্তী হও।’ যুবকটি যখন তাঁর নিকটবর্তী হলো, তখন রাসূল ﷺ বললেন, ‘তুমি এমন হীনকর্ম তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করবে?’ যুবকটি বলল,

---

১২. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৪

‘না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোক! আমি এটা কখনোই পছন্দ করব না।’ রাসূল ﷺ বললেন,

وَكَذَلِكَ لَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ

‘অনুরূপভাবে অন্য মানুষও তাদের মায়েদের জন্য এমনটি পছন্দ করে না।’[১৩]

রাসূল ﷺ তাকে আবার বললেন, ‘তুমি কি তোমার বোনের জন্য এমনটি পছন্দ করবে?’ যুবকটি বলল, ‘না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোক! আমি এটা কখনোই পছন্দ করব না।’ এভাবে রাসূল ﷺ তাকে বলতে লাগলেন, ‘তুমি কি তোমার ফুপুর জন্য, তোমার খালার জন্য, তোমার মেয়ের জন্য এমনটি পছন্দ করবে?’ আর যুবকটি বলতে লাগল, ‘না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। আমি এটা কখনোই পছন্দ করব না।’ তখন রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র হাত যুবকটির গায়ের ওপর রাখলেন এবং বললেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

‘হে আল্লাহ! আপনি তার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করুন। তার অন্তরকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন।’[১৪]

অতঃপর যুবকটি মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াল, এরপর থেকে তার কাছে যিনার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট আর কিছুই ছিল না।

হে যুবক! তোমরা যারা শাহওয়াত ও প্রবৃত্তিপূজায় ডুবে আছো। নিজের হারাম শাহওয়াত পুরা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করছো, চেষ্টা করছো এবং এর জন্য দূরদূরান্ত পর্যন্ত সফর করছো। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট থাকবে যে, এটা তোমার পরিবারের জন্য হোক? এই প্রশ্নের উত্তরের ভার আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম।

যেন রাখো, যিনা বা হারাম যৌনমিলনের চেয়ে বড় কোনো অবাধ্যতা আর নেই। আর এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন :

১৩.মাজমাউল কাবীর : ৭৬৭৯

১৪. মুসনাদে আহমদ; তাবারানী। সনদ : সহিহ।

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।'[১৫]

আমি এখানে তোমার সামনে মুত্তাকীনদের একটি ঘটনা পেশ করছি।

হাসান বসরী রহ. বলেন, ওমর বিন খাত্তাব রাযি. এর সময়ে এক যুবক ইবাদতের জন্য সর্বদা মসজিদে পড়ে থাকত। এক মহিলা সেই যুবকের প্রেমে পড়ে গেল। ফলে নির্জনতার সময় মহিলাটি তার কাছে এল এবং তার সাথে কথা বলল। (বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখো, যুবকটি কিন্তু তার কাছে যায়নি।) ঘটনার পর যুবক অনেক পেরেশান হয়ে গেল এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বেহুঁশ হয়ে গেল। তখন তার চাচা এসে তাকে বড়িতে নিয়ে গেল। অতঃপর যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন বলল, চাচা, আপনি ওমর রাযি. এর নিকট যান এবং তাকে আমার সালাম দিয়ে বলুন, 'যে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে তার প্রতিদান কী হবে?' ছেলেটির চাচা ওমর রাযি. এর নিকট গিয়ে এই সংবাদ তাকে দিলো। ওমর রাযি. তখন যুবকটির কাছে এলেন। ছেলেটি যখন তাকে দেখল, তখন দীর্ঘশ্বাস টেনে কাঁদতে কাঁদতে মারা গেল। ওমর রাযি. তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুইটি জান্নাত। সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?'[১৬]

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এই যুবককে ওই সাত শ্রেণির লোকের অন্তর্ভুক্ত মনে করি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন নিজের ছায়া দান করবেন, তাঁর ছায়া ব্যতীত সেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না। (সেই সাত শ্রেণির লোকের মধ্যে এক শ্রেণি হলো এমন লোক বা এমন যুবক যাকে এক সুন্দরী রমণী ডেকেছিল আর সে বলেছিল, আমি আল্লাহকে ভয় করি।)

---

১৫. সূরা বনী ইসরাইল ১৭ : ৩২

১৬. সূরা আর রহমান ৫৫ : ৪৬-৪৭